ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 55 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১১ ● কলকাতা ● ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ০৪ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 20

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর একই জায়গায় বহু বৎসর জল পড়ার ফলে সেই শিলাভূমিতেও গর্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ গর্তের জল পান করার জন্য ব্যবহার করা হত। ওখানে জল বেশী হয়ে গেলে তা বয়ে গিয়ে বাইরের জলাশয়ে একত্র হত এবং ঐ জল আগে গিয়ে নিচে পড়ে ঐ বড় ঝরণার জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। সামনে বড় সুন্দর দৃশ্য ছিল। গুহার বাইরে জলাশয়ের পাশে বসলে রোজ সকালে উদিয়মান সূর্য্য দেখা যেত আর গুহার ডানদিকে ওই জলপ্রপাত ছিল,

ক্রমশঃ

ঝাড়খণ্ডে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের ছায়া! মাও-হামলায় উড়ল রেললাইন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের ছায়া ঝাড়খণ্ডে। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে উড়ে গেল চক্রধরপুর ডিভিশনের রাংরা-করমপাড়া রুটের রেললাইন। এই হামলার সময় ওই রুটে কোনও ট্রেন না থাকায় বিরাট দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। যদিও প্রশ্ন উঠছে মাওবাদীরা যদি ট্রেন চলাকালীন এই বিস্ফোরণ ঘটাতো, তাহলে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হত।এদিকে এই হামলার সঙ্গে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের মিল দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই। ২০১১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে একই ছকে হামলা চালিয়েছিল মাওবাদীরা। এই দুর্ঘটনায় ১৪১ জন যাত্রী প্রাণ হারান। একইভাবে রেললাইনে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল মাওবাদীরা ঘটনার সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস। বিস্ফোরণের জেরে লাইচ্যুত হয় ট্রেনটি মৃত্যু হয় বহু মানুষের।ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার যৌথভাবে তদন্ত শুরু

এরপর ৩ পাতায়

ফালাকাটা থানা প্রাঙ্গণে বট পাকড়ের বিবাহ কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে উঠেছে এলাকা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা থানা প্রাঙ্গণে বট-পাকুড়ের বিবাহ। আনন্দে মেতে উঠল গোটা এলাকা

বট ও পাকুড় গাছের পবিত্র বিবাহ উপলক্ষে উৎসবমুখর হয়ে উঠল ফালাকাটা থানা প্রাঙ্গণ। সেজে উঠেছে গোটা এলাকা—উলুধ্বনির গুঞ্জনে,আর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়েছে ৮ থেকে ৮০ সব বয়সের মানুষ। হিন্দু রীতিনীতি মেনে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে সম্পন্ন হয় বিবাহ বন্ধন।

প্রথা অনুযায়ী,বট ও পাকুড় গাছকে বর ও কনেরূপে সাজিয়ে পালন করা হয় গায়ে হলুদ, কন্যাদান,মন্ত্র পাঠ ও পূজার্চনার পর্ব। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্রপক্ষ(বট)শুভব্রত দে, কন্যা পক্ষ (পাকুড়) নান্টু তালুকদার এবং থানা আবাসন কমিটির সভাপতি বিমল সাহা(ঘটক)অনুষ্ঠানের শেষে ছিল এক অনাড়ম্বর ভোজ, যাতে অংশ নেয় প্রায় ২০০০ দুই হাজার অতিথি। পাশ্ববর্তী গ্রাম ও এলাকা থেকে ৫০০শতাধিক পরিবার উপস্থিত হয়ে আনন্দ ভাগ করে নেন।

এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের পেছনে রয়েছে একটি গভীর বার্তা—প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও গাছ লাগানোর গুরুত্ব তুলে ধরা। আয়োজকদের কথায়, "এই বিবাহ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং পারিবারিক ঐতিহ্যও। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমরা এই রীতিটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আসছি।

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, বট ও পাকুড় গাছের বিবাহ এক পবিত্র ও শুভ কাজ হিসেবে বিবেচিত। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে মজবুত করতে এবং পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানাতে এই আয়োজন যেন এক প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চলে গেলেন গরিবদের 'ভগবান' ২ টাকার ডাক্তারবাবু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলে গেলেন গরিবের '২ টাকার ডাক্তারবাবু' এ.কে. রাইরু গোপাল। কথায় আছে, চিকিৎসকরাই ভগবান, ঈশ্বর। কারণ চিকিৎসকেরাই বাঁচাতে পারেন একটি প্রাণ। তাই সকলের কাছে ডাক্তার ভগবান। তেমনই কেরলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের কাছে ভগবান ছিলেন ডঃ এ.কে. রাইরু গোপাল। মাত্র ২ টাকা এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বিনিময়ে বাঁচিয়ে তুলেছেন অসংখ্য মানুষের প্রাণ।

এমনকী মাঝে মাঝে দিনে ৩০০ জনেরও বেশি মানুষের

এরপর ৩ পাতায়

লোকালয় থেকে উদ্ধার ১০ফিট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ডুয়ার্স

আবারও ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের চানাটিপা এলাকা থেকে উদ্ধার হল ১০ফিট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ।জানা যায় শনিবার বিকেল নাগাদ বেরুবাগ নদীতে একটি ১০ফিট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপ একটি হাঁসকে তাড়া করছিল।সেই সময় এলাকার যুবক এবং বাসিন্দাদের চোখে পড়ে। তৎক্ষণাৎ বাসিন্দারা সাপটিকে ধরে একটি বাসের ঝোপ ঝাড়ে বেঁধে রেখে। খবর দেন মোরাঘাট রেঞ্জের খট্টিমারি বিটের বন কর্মীদের। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে এসে ১০ফিট দৈর্ঘ্যের অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

যদিও এই বিষয়ে মোরাঘাট রেঞ্জের রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রতিনিয়ত বাড়ির উঠোন থেকে একের পর এক হাঁস মুরগি সাভার করছে অজগর সাপ। যার ফলে আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের ধারণা সামনেই রয়েছে খট্টিমারি এবং তোতাপাড়া জঙ্গল সেই জঙ্গল থেকেই মাঝে মধ্যেই লোকালয়ে চলে আসছে অজগর সাপ। তবে বনদপ্তর থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরীহ অজগর সাপটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা মোটেই উচিত হয়নি। যদি লোকালয়ে কোন এ ধরনের সাপ চলে আসে, তাহলে তার ওপর অত্যাচার না করে এবং আতঙ্কিত না হয়ে তৎক্ষণাৎ বনদপ্তরকে খবর দেওয়ার।

(২ পাতার পর)

চলে গেলেন গরিবদের 'ভগবান' ২ টাকার ডাক্তারবাবু

চিকিৎসা করতেন তিনি। তাঁর দৈনন্দিন রুটিনও ছিল সরলতা এবং শৃঙ্খলায় ভরপুর। তিনি ভোর ২.১৫ টায় ঘুম থেকে উঠে প্রথমে তার গরুর দেখাশোনা করতেন, শেড পরিষ্কার করতেন এবং দুধ সংগ্রহ করতেন। প্রার্থনা এবং দুধ বিতরণের পর, তিনি থান মানিককাভু মন্দিরের কাছে তার বাড়িতে সকাল ৬.৩০ টা থেকে রোগী দেখা শুরু করতেন। রোগীদের লাইন প্রায়শই শত শত পর্যন্ত বিস্তৃত হত। তার স্ত্রী, শকুন্তলাও একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি একজন সহকারী হিসেবে ভিড় সামলাতে এবং ওষুধ বিতরণে সহায়তা করতেন। তবে তার স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রোগীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে, কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি তে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হননি তিনি। তার বাবা, এ. গোপালন নাম্বিয়ারও কান্নুরের একজন সম্মানিত চিকিৎসক ছিলেন। বাবার কাছ থেকেই তিনি শিখেছেন টাকা সব নয়, রোগীর সেবাই বড় কথা, রোগীর সেবা ব্যবসা নয়! আজ সেই মহান চিকিৎসকই চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে।কিন্তু কখনও টাকার লোভ দেখাননি তিনি। আজীবন মাত্র ২ টাকাতেই রোগীর সেবা করেছেন। যেখানে আজকালকার যুগে চিকিৎস কেদের প্রচুর টাকার জন্যে চিকিৎসা করাতে ভয় পান অনেকে। সেই যুগে দাঁড়িয়ে মাত্র ২ টাকায় চিকিৎসা, তাঁর অমূল্য অবদান ভোলা যাবেনা কখনই। যাই হোক, আজ সেই সকল ব্যক্তিদের জন্যে খারাপ খবর, যাঁরা এই মহান ব্যক্তির হাতে সেবা পেয়েছেন। রবিবার (৩ অগস্ট) কেরলে নিজস্ব বাসভবনে মারা গিয়েছেন "দুই টাকার ডাক্তার"। কয়েক দশক ধরে হাজার হাজার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের চিকিৎসা করে গিয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

উত্তর কেরলের কান্নুরে হাজার হাজার মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে এমন এক করুণা এবং নিঃস্বার্থ চিকিৎসা সেবার উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তিনি। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, রাইরু গোপাল নামমাত্র ফি নিয়ে রোগীদের সেবা করেছেন। বছরের পর বছর ধরে তিনি ২ টাকা করে নিয়ে রোগীর সেবা করেছেন। অবশ্য পরে, তিনি ৪০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত ফি নিয়েছেন। যেখানে অন্যান্য চিকিৎসকেরা কয়েকশ টাকা ফি নিতেন। যে সময়ে স্বাস্থ্যসেবা মূলত বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময় চিকিৎসায় উদারতা এবং নীতিশাস্ত্রের প্রতীক হিসেবে নিজেকে জাহির করেছেন তিনি। বাড়িতে পরিদর্শনের সময় রোগীর ভয়াবহ অবস্থা দেখার পর স্বেচ্ছাসেবক সেবায় তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তারপর থেকে, তিনি দৈনিক মজুর, শিক্ষার্থী, দরিদ্রদের জন্য সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসা সেবা প্রদানের করেছেন। তিনি ভোর ৩টা থেকে রোগী দেখা শুরু করতেন।

(১ম পাতার পর)

ঝাড়খণ্ডে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের ছায়া! মাও-হামলায় উড়ল রেললাইন

করেছে আরপিএফ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড পুলিশ।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৬টা ৪০ নাগাদ এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে চক্রধরপুর ডিভিশনের ওই রেল লাইনে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ভেঙে যায় লাইনের স্লিপার। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে নিরাপত্তা বাহিনী। বিস্ফোরণের পর লাইনের উপর থেকে মিলেছে মাওবাদীদের পতাকা ও ব্যানার। ঘটনার সময় ওই রুটে কোনও ট্রেন না থাকায় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। গোটা অঞ্চল ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেছে ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড পুলিশের পাশাপাশি সিআরপিএফ ও ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার্স টিম। এছাড়াও ওই রুটে কোথাও বিস্ফোরক রাখা হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখতে মোতায়েন করা হয়েছে বম্ব ডিটেকশন টিম।

কয়েকমাস আগে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় মাওবাদীদের শীর্ষ নেতা বাসবরাজ ওরফে নাম্বালা কেশবরাওয়ের। সেই মৃত্যুর প্রতিবাদে ২৮ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত 'শহিদ সপ্তাহ' পালন করছে মাওবাদীরা। এই শহিদ সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ ৩ আগস্ট বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তর ছত্তিশগড়, বাংলা ও অসমে এই বনধ পালন করার ডাক দেওয়া হয়। মাওবাদীদের শহিদ সপ্তাহ উপলক্ষে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল আগেই। এবার এই হামলায় নড়েচড়ে বসেছে নিরাপত্তাবাহিনী।

শ্রাবণের তৃতীয় সোমবার কখন করবেন জলাভিষেক, জেনে নিন শুভ সময় ও মুহূর্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দেবাদিদেব শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রাবণ মাস শেষ হওয়ার পথে। অবাঙালি পঞ্জিকা মতে শ্রাবণের তিনটি এবং বাঙালি পঞ্জিকা মতে শ্রাবণের দুটি সোমবার ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে। ৪ অগস্ট বাঙালি মতে শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার এবং অবাঙালি মতে শেষ সোমবার। ফলে এই সোমবারের গুরুত্ব প্রচুর।যদিও বাঙালি মতে শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার পড়ছে ৪ তারিখ, তবে বহু অবাঙালি পাঠকও রয়েছেন যারা এই

প্রতিবেদন পড়বেন। তাঁদের জন্য শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার কী কী করবেন তার একটি তালিকা রইল।

শ্রাবণের শেষ সোমবার রুদ্রাভিষেক করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। এটি করলে নেতিবাচক শক্তি দূর হয় এবং গ্রহের দোষ শান্ত হয়। এছাড়াও এই সোমবার ১০৮ টি বেলপাতা নিয়ে তাতে সাদা চন্দন লাগান এবং শিবলিঙ্গ অর্পণ করুন। বিশ্বাস করা হয় যে এটি করলে জীবনের সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে যদি প্রকৃত ভক্তি সহযোগে শিবলিঙ্গে জলাভিষেক করা যায়, তাহলে মহাদেব খুব তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হন। তাহলে আসুন জেনে নিই ৪ মার্চের সোমবার কখন কী করবেন।

৪ আগস্ট ব্রহ্ম ও ইন্দ্র যোগের সঙ্গে সর্বার্থ সিদ্ধি যোগের মিলন ঘটবে। তাই ভক্তরা দিনের যে

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

চাকরি থেকে তাড়ানো যাবে না, কর্মী ছাঁটাই মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ রায় সুপ্রিম কোর্টের

চাকরির সময় কোনও ভাবে কর্মচারী যদি অক্ষম হয়ে পড়েন তা হলে তার চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়, বরং নিয়োগকর্তা বা সেই সংস্থার উচিত ওই কর্মীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি করে দেওয়া। শুক্রবার শ্রমিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করে এমনই রায় দিল শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।আদালতের পর্যবেক্ষণ, "এটা ঠিক যে বর্ণান্ধতার মতো সমস্যার কারণে তার বাস চালানো নিরাপদ নয়। কিন্তু এমনটাও নয় যে তার শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি অন্য কোনও পদে কাজ করতে পারবেন না।" এরপরেই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিচারপতিরা বলেন, "একজন কর্মী কোনও কারণে অক্ষম হয়ে গেলে নিয়োগকর্তা বা সেই কর্মসংস্থান প্রদানকারীর সংস্থার উচিত তার কর্মীকে একটা বিকল্প পদ প্রদান করা। এবার সেই সংস্থার হাতে যদি একান্তই কোনও বিকল্প উপায় না থাকে, তা হলে সেটা অন্য প্রসঙ্গ।"

ঘটনা অন্ধ্রপ্রদেশের। সেখানে রাজ্য পরিবহন দফতরের আওতায় থাকা রাজ্য সড়ক ও পরিবহন কর্পোরেশন হঠাৎ করেই তাদের এক বাস চালককে কোনও রকম আগাম নোটিস ছাড়াই ছাঁটাই করে দেয়। সেই ছাঁটাইয়ের নেপথ্যে তারা দাবি করে ওই চালক বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত। তাই এই অবস্থা বাস চালানো নিরাপদ নয়।

পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিচারের দাবিতে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন ওই বাসচালক। কিন্তু সেখানে তার বিরুদ্ধে রায় দেন বিচারপতিরা। মান্যতা পায় কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত। এরপর সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয় ওই চালক। মামলা ওঠে বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী ও অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চে। শুক্রবার তা নিয়েই ছিল শুনানি।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

'মনস' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে 'আপ' প্রত্যয় করে মনসা শব্দের ব্যুৎপত্তি । সুতরাং এই দিক থেকে মনসা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পুরান বলেন – সর্প ভয় থেকে মনুষ্য দের উদ্ধারের জন্য পরম পিতা ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে বিশেষ মন্ত্র বিশেষ বা বিদ্যা আবিস্কারের কথা বলেন । হয়তো এখানে বিষের ঔষধ আবিস্কারের কথা সেই সাথেও বলা হয় । কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

শ্রাবণের তৃতীয় সোমবার কখন করবেন জলাভিষেক, জেনে নিন শুভ সময় ও মুহূর্ত

কোনও সময় আসন্ন সোমবার শিব পুজো করতে পারেন। তবে ব্রহ্ম মুহূর্তের সময় পুজো করা সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়। দৃকপঞ্জিকা অনুসারে শ্রাবণের তৃতীয় সোমবার (অবাঙালি মতে শেষ সোমবার) জলাভিষেকের ব্রহ্ম মুহূর্ত ভোর ৪:২০ মিনিট থেকে শুরু হবে, থাকবে ৫:০২ মিনিট পর্যন্ত। এছাড়াও অভিজিত মুহূর্ত দুপুর ২:৪২ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর ৩:৩৬ মিনিটে শেষ হবে। এই দিনে অমৃত কাল বিকেল ৫:৪৭ মিনিট থেকে ৭:৩৪ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

সোমবার খুব ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে উপবাসের ব্রত করুন। দেবাদিদেব মহাদেব এবং মাতা পার্বতীর মূর্তি স্থাপন করুন। তারপরে গঙ্গাজল এবং পঞ্চমৃত দিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন। বেলপত্র, চন্দন, আতপ চাল, ধুতুরা ফুল, ফল এবং মিষ্টি নিবেদন করুন। এছাড়াও একটি ঘি এর প্রদীপ প্রজ্বলন করুন। তারপর শিবচল্লিশা পাঠ করুন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অবচেতন হিসেবে সক্রিয়, সে মধ্যযুগে যতই এই মূর্তির ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তৈরি করা হোক না কেন। আসলে এই কালী হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম কারও একার মাতৃকা নন – ইনি উপমহাদেশের সুপ্রাচীন প্রকৃতিমাতৃকা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাজারে মানত, মক্কা পুকুরে ফুল– ঘুটিয়ারী শরীফে গাজী বাবার ঐতিহাসিক উরুসে লাখো ভক্তের ঢল!

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং

আজ ঘুটিয়ারী শরীফে গাজী পীর সাহেবের ওরস মেলা উপলক্ষে বসেছে ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক মেলা। সকাল হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাস, ট্রেন ও ভ্যানগাড়িতে করে ভক্ত, মুরিদ ও সাধারণ মানুষ ভিড় জমিয়েছেন এই পবিত্র ধর্মস্থান ঘিরে। আর মন্দির-মসজিদ-সমন্বিত এই ধর্মীয় স্থানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ উপস্থিত হন প্রতিবছর গাজী পীরের স্মরণে আয়োজিত এই ওরসে। এবছরও সেই ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভক্তদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ ও ভক্তিভাব। মেলায় নানান ধরনের দোকানপাট, খাবারের স্টল, ধর্মীয় বইপত্র ও তাবিজ-কবচের দোকানও বসেছে।

জানা যায়, বাদশাহ চন্দন সাহ'র ছেলে মধ্যযুগের পীর হজরত গাজী সৈয়দ মুবারক আলি শাহ (গাজী সাহেব) ছিলেন দিল্লী নিবাসী। বেলে গ্রামের আদমপুরের জঙ্গলে তাঁর জন্ম। খুব ছোট্টবেলা থেকে তিনি ছিলেন সংসার বিমুখ। তাঁর দুটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল—দুঃখী গাজী ও মেহের গাজী। আল্লাহ'র সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় মুবারক সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে ঘুটিয়ারী শরীফের কাছে বিদ্যাধরী নদীর তীরে নারায়ণপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। "তারাহেদে" নামে একটি দিঘীর পাড়ে আস্তানা গাড়েন তিনি। তৎকালীন জমিদার রামচন্দ্র চাটুর্জ্যে তাঁকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। পরে ধোয়াঘাটায় চলে যান। সেখানে হেলা খাঁ নামে অপর এক জমিদারের কাছে আশ্রয় নেন। এরই কাছাকাছি কুলাড়ির সাপুর গ্রামে একটি মরা শেওড়া গাছের তলায় নিয়মিত বসতেন তিনি। বেশ কয়েকদিন পর আশ্চর্যজনকভাবে ঐ মরা শেওড়া গাছ জীবিত হয়। গাছের পাতা, ফল, ফুল ফুটতে থাকে। এমন আশ্চর্য ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতে থাকেন। সেই সময় রাজা মদন রায় এক গুরুতর সমস্যায় পড়েছিলেন। জেল খাটতে হবে নিশ্চিত জেনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন তিনি। সে যাত্রায় ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুবারক তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন। রাজা মদন রায় খুশি হয়ে তাঁকে ঘুটিয়ারী শরীফে ৪৫২ একর (১৩৫৬ বিঘা) জমি পাট্টা দিয়েছিলেন। মুবারকের বড় ছেলে দুঃখী, তাঁর খোঁজ করতে করতে ধোয়াঘাটা এলাকায় গাজী সাহেবের সন্ধান পান। গাজী সাহেবকে কাছে পেয়ে দুঃখী আনন্দিত হয়ে তাঁর সাথেই থাকতে শুরু করেন। সেই সময় ১৭০৭ সালে আবার মহামারী ও মন্বন্তর হয়। সেই সময় অনাবৃষ্টির কারণে চাষ-আবাদ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখী গ্রামবাসীরা মুবারককে বলেন—"বাবাজী, এখনও বৃষ্টি হল না! চাষ না হলে ছেলেপুলেরা খাবে কী? অনাহারে মারা যাবে।" তিনি ব্যথিত হয়ে ৭ই আষাঢ় ঘুটিয়ারী শরীফে আড়াই কুপ (আড়াই কোদাল) একটি পুকুর খনন করেন। মক্কা শরীফের আল্লাহর কাছে বৃষ্টির আবেদন করার জন্য একটি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনায় বসেন। সেই সময় প্রার্থনায় বসার আগেই সতর্ক করে ভক্তদের তিনি বলেছিলেন—"যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা যেন কেউ না খোলে।" বিধিবাম, সেই সময় একদল পাঠান তাঁর হাজত নিয়ে প্রার্থনায় মগ্ন ঘরের দরজার সামনে উপস্থিত ছিলেন পাহারায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মুবারকের কোনো সাড়া না পেয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েন তাঁরা। একসময় ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেন। দেখা যায়, প্রার্থনায় মগ্ন অবস্থায় মুবারক দেহত্যাগ করেছেন। সেই দিনটি ছিল ঐতিহাসিক ১৭ই শ্রাবণ। আশ্চর্যের বিষয়, তারপর ওই দিনই মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হয়। সেই থেকে গাজী সাহেবের প্রয়াণের দিনটি বহু বছর ধরে "গাজী সাহেবের উরুস মেলা" নামেই পালিত হয়ে আসছে। ৪৫২ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে গাজী সাহেবের মাজার। ১৭ই শ্রাবণ দিনটিতে ভক্তরা তাঁর আত্মার শান্তির জন্য আয়োজন করেন গাজী বাবার উরুস মেলা। মেলা উপলক্ষে দেশ-বিদেশ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম হয়।

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পুজো অর্থনীতিতে আয় বৃদ্ধি প্রায় ৫ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার গতানুগতিক ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপুজোকে বিশ্ব 'সংস্কৃতির শিল্প ও অর্থনীতির অগ্রগতি'র সোপানের শীর্ষে গত দেড় দশকে ধাপে-ধাপে পৌঁছে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের 'আর্ট' যে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আয়ের নতুন ঠিকানা খুঁজে পান, সেই পথও দেখিয়েছেন তিনি।শরতের আকাশে মেঘের ভেলা ভাসতে শুরু করার আগেই বৈশাখ পার হতেই কুমোরটুলিতে এসেছেন নদিয়া-মেদিনীপুর-বর্ধমানের মৃৎশিল্পীরা। কৃষ্ণনগরের জরিশিল্প এবং বর্ধমান ও জয়নগরের শোলাশিল্পীরা ভিড় করছেন কুমোরটুলিতে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, কলকাতায় যেমন কুমোরটুলির পাশাপাশি উল্টোডাঙা, কালীঘাটে প্রতিমা নির্মাণের নতুন ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে পুজো কমিটিগুলি, একইভাবে জেলাতেও মৃৎশিল্পীর সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। স্বভাবতই পুজো-অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই কয়েক হাজার করে নতুন যুবক-যুবতী যেমন সরাসরি উৎসবের আঙিনায় নিজেদের কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিচ্ছে, তেমনই বহু নতুন সংস্থাও চালু হচ্ছে। আগে শুধুমাত্র পুজোর সময় বাঙালির বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য পর্যটনশিল্প চাঙ্গা হত, এখন বিদেশ থেকে বাংলায় পা রাখছেন উৎসবমুখর মানুষ। শহর থেকে আবার গ্রামে পুজো দেখতে যাওয়া বা পুজোর ক'দিন আলাদা করে পাত পেড়ে খাওয়া ক্যাটারিং-রেস্তরাঁ শিল্পকে সমৃদ্ধ করছে। তাই শুধুমাত্র ডেকরেটর, কুমোরটুলি বা ঢাকি-পুরোহিত নয়, এখন সোশাল মিডিয়াকে কর্মক্ষেত্র বানিয়ে তোলা লক্ষাধিক যুবক-যুবতী পুজোকে সামনে রেখে বাড়তি লক্ষ্মীলাভের প্রস্তুতি নিচ্ছে।ভবতোষ সুতার, পরিমল পালের মতো শিল্পীরা স্বীকার করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের জেরে শুধুমাত্র প্রতিমা বিদেশে যায় না, বিদেশিরাও কলকাতায় এসে মণ্ডপে গিয়ে 'আর্ট' দেখে অন্য ধরনের কাজের বরাত দিচ্ছেন। পুজো সেই কারণে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান না হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে একটা বহুমুখী বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের রূপ পেয়েছে, যা শুধুমাত্র বাংলা নয়, ভিনরাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষকেও লাভবান করছে। সারাবছর ধরে দেশ-বিদেশে সৃষ্টিধর্মী-বৈচিত্রময় কাজ পাচ্ছেন পুজো-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা হাজার হাজার শিল্পী-শ্রমিক-কর্মচারী।

পোশাক-টেক্সটাইল শিল্প কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করছে দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে। বণিকসভার তরফে জানানো হয়েছে, গতবছর ৮০ হাজার কোটির বেশি বাণিজ্য হয়েছিল পুজোকে ঘিরে। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের জেরে এবার তা ১ লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। স্বভাবতই বিপুল কেনাবেচার জেরে জিএসটি থেকে লাভবান হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয় বাড়বে ৪ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি মানুষের। বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, নদিয়া থেকে শুরু করে উত্তরের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারেও ঘরে বসে শিল্পীদের তৈরি করা গয়না-হস্তশিল্প পুজোর সময় বাজারে সাড়া ফেলে দেয়। বাড়তি রোজগার করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দেড় কোটির বেশি শ্রমিক-নারী। বণিকসভাগুলির তথ্য বলছে, প্রতি বছরই নতুন করে পুজোকেন্দ্রিক নানা শিল্পে হাজার হাজার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হচ্ছে। প্রতিমার অঙ্গে শোলা বা ডাকের সাজের পরিবর্তে এখন আর্ট কলেজের ছাত্রদের ইমিটেশন বা ফেব্রিকের গয়না ও হস্তশিল্পের সামগ্রী যে বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে স্বাবলম্বী করেছে, তা একাধিক নিবন্ধে স্বীকার করছেন দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদরা। মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান বৃদ্ধির জেরে গ্রামীণ পুজোগুলি আরও বাজেট বাড়াবে, লাভবান হবে জেলার অর্থনীতি, গ্রামীণ ক্ষেত্রের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি আরও গতি পাবে বলে মানছে বণিকসভা।দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে দেড় দশকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পর পাশাপাশি অসংগঠিত শ্রমিকদের সুবিধা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর নানা ঘোষণা প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের আয়বৃদ্ধির সহজ-সরল 'রুটম্যাপ' তৈরি করে দিয়েছে বলে শনিবার স্বীকার করেছে রাজ্যের বিভিন্ন বণিকসভা। রীতিমতো তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বণিকসভার কর্মকর্তাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের জেরে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় সওয়া তিন কোটি মানুষের সরাসরি রুটি-রুজির পথ সুগম হয়েছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, ফসমি, ভারত চেম্বার অফ কমার্স-সহ বিভিন্ন বণিকসভা এদিন জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান ঘোষণার পাশাপাশি পুজোয় নানা সুবিধা দেওয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ হাজারের বেশি পেশার মানুষ উপকৃত হন। উলটোদিকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান বৃদ্ধির জেরে পুজো কমিটিগুলির বাজেটও বেড়ে যাওয়ায় জিএসটির হাত ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোষাগারে বাড়তি লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে সামনে রেখে বাংলার অর্থনীতিকে এগিয়ে দেওয়ার এমন সহজ পন্থা স্বাধীনতার পর দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রী নিতে পারেননি বলে স্বীকার করেছে বণিকসভাগুলি। বস্তুত সেই কারণেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানির বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষকরা মমতার এই 'পুজো-অর্থনীতি'কে উচ্চশিক্ষার সিলেবাসে রাখতে বাধ্য হয়েছে।

বণিকসভা বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের কর্মসমিতির অন্যতম সদস্য ঋত্বিক দাস জানিয়েছেন, "বাংলার দু-হাজারের বেশি কোম্পানি আমাদের সদস্য। এর মধ্যে হাজারের বেশি সংস্থা ও তাদের শ্রমিকরা মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের জেরে সরাসরি পুজোর সময় বাড়তি রোজগার করেন। এই সংখ্যাটা দেড় লক্ষের বেশি।" প্রায় একই সুরে ভারত চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি নরেশ পাচিশিয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, "গ্রামাঞ্চলের পুজো কমিটিগুলি অনুদান পেয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকাকে আরও গতিমান করছে।"

(৫ পাতার পর)

মাজারে মানত, মক্কা পুকুরে ফুল— ঘুটিয়ারী শরীফে গাজী বাবার ঐতিহাসিক উরুসে লাখো ভক্তের ঢল!

এছাড়াও সাধারণ লোকজন মনঃস্কামনা পূরণের জন্য পবিত্রভাবে বাবার নিজ হাতে তৈরি আড়াইকোপ কোদালে কাটা মাজার সংলগ্ন পুকুরে "মক্কা পুকুর"-এ ফুল ভাসিয়ে দেন। কেউ কেউ আবার লাল সুতো কিংবা তালা নিয়ে নিম গাছে বা মাজারে বাঁধেন। যা বহুকাল ধরে আজও সেই রীতি-নিয়ম মেনেই চলে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারী শরীফে ঐতিহাসিক "গাজী সাহেবের উরুস মেলা"। অন্যদিকে অন্যান্য বছরের ন্যায় মেলা শুরুর আগেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসমাগম ঘটে। সাধারণ ভক্তদের দাবী—"রাজ্য তথা সারা ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিক মহামানবের মিলনক্ষেত্র গাজী বাবার এই মেলা। ১৭ই শ্রাবণ প্রতি বছরই এখানে এসে গাজী বাবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন লক্ষ লক্ষ মানুষজন।"

আর এদিনের এই ঐতিহ্যবাহী মেলার নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ঘুটিয়ারী শরীফ মাজারের অন্যতম সদস্য সিরাজ উদ্দিন দেওয়ান জানিয়েছেন, "গাজী বাবার মেলায় কোনো দিনও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।তাছাড়াও মেলার নিরাপত্তার জন্য রাজ্য পুলিশ, জিআরপি ও আরপিএফ সহ মোট ১১০০ পুলিশ মোতায়েন থাকছে। পাশাপাশি মাজার সহ আশেপাশে এলাকায় নজরদারির জন্য ৩২টি সিসি ক্যামেরা থাকছে।" অন্যদিকে,এক ভক্ত বলেন, "প্রতি বছরই আসি। গাজী পীর শরীফ সাহেবের কাছে মানত করেছিলাম, সেই মানত পূরণ হতেই এবার পরিবারসহ এসেছি। এখানে এসে মনটা শান্ত হয়ে যায়।" আর গাজী বাবার এই উরুস উপলক্ষে ভিড় সামলাতে শিয়ালদহ-ঘুটিয়ারী শরীফ রুটে বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ।স্থানীয় প্রশাসনের তরফেও নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উপস্থিত রয়েছেন পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও স্বেচ্ছাসেবকরা। মেলা প্রাঙ্গণে চলছে নিয়মিত মাইকিং, দেওয়া হচ্ছে পথনির্দেশ ও সতর্ক বার্তাও। আর সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে, গাজী পীর শরীফ শুধু একটি ধর্মীয় ভক্তির স্থান নয়—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবেও পরিচিত।

সিনেমার খবর

নিজের সিনেমা যে কারণে নিজেই দেখেন না কাজল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজল। যার ঝুলিতে রয়েছে একের পর এক ব্লকবাস্টার হিট ছবি, তিনি সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করেছেন। দর্শকরা তার অভিনয় বরাবরই পছন্দ করলেও, কাজল নাকি নিজের অভিনীত ছবি দেখতে একদমই ভালোবাসেন না।

অবাক করা হলেও সত্যি, নিজের ক্যারিয়ারের এতগুলো ছবিতে কাজ করার পরেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেগুলো এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এর পেছনে কারণ কী? আর কোন ছবিগুলো তিনি আবারও প্রেক্ষাগৃহে দেখতে চান?

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের সিনেমা দেখার প্রসঙ্গে কাজল বলেন, 'আমি আমার নিজের সিনেমা খুব একটা দেখি না। আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আমি সিনেমা দেখি না। আমি পাঠক, পড়তে ভালোবাসি, তাই সিনেমা কম দেখি।'

কাজলের এই মন্তব্য তার ভক্তদের মধ্যে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী হয়েও নিজের কাজ না দেখাটা সত্যিই বিরল। তবে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তার কোন চলচ্চিত্রগুলো তিনি প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি পেতে দেখতে চান, তখন তার পছন্দ ছিলো বেশ নির্দিষ্ট।

তিনি জানান, 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে' যেহেতু ইতোমধ্যেই পুনরায় মুক্তি পেয়েছে তাই তিনি চান 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' এবং 'প্যায়ার তো হোনা হি থা' ছবি দুটি যেন আবারও বড় পর্দায় আসে। এই দুটি ছবিই কাজলের ক্যারিয়ারের অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় কাজ, যা আজও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে।

চলচ্চিত্রের পাশাপাশি কাজলের নতুন একটি টক শোও আসছে। এই শো-এর নাম 'টু মাচ উইথ কাজল ও টুইঙ্কল'। এই অনুষ্ঠানে কাজলের সঙ্গে হোস্ট হিসেবে থাকছেন আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী টুইঙ্কল খান্না। দুই অভিনেত্রী বলিউড সেলিব্রিটিদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র স্টাইলে দর্শকদের মনোরঞ্জন করবেন।

এপ্রিলেই আসছে মাইকেল জ্যাকসন!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রয়াত সংগীত কিংবদন্তি মাইকেল জ্যাকসনের জীবনের ওপর নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র 'মাইকেল' অবশেষে মুক্তির তারিখ পেয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২৪ এপ্রিল রুপালি পর্দায় দেখা দেবেন এই পপস্টার। ছবিটি বিশ্বব্যাপী সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ ও আইম্যাক্সে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।

চলচ্চিত্রটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশন করবে লাইলগেট। বিশ্বের অন্যান্য দেশে পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে ইউনিভার্সাল। শুধুমাত্র জাপানে পরিবেশন করছে কিনো ফিল্মস।

অ্যান্টোয়ান ফুকোয়া পরিচালিত এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন জন লোগান। মাইকেল জ্যাকসনের চরিত্রে অভিনয় করছেন তার ভাইপো জাফার জ্যাকসন। প্রযোজনায় আছেন গ্রাহাম কিং, যিনি 'দ্য ডিপার্টেড' ছবির জন্য অস্কার জিতেছিলেন।

চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে, "মাইকেল' একজন সাধারণ কিশোর থেকে বিশ্ববিখ্যাত 'পপের রাজা' হয়ে ওঠা মাইকেল জ্যাকসনের জীবনের অনন্য, হৃদয়ছোঁয়া এবং প্রভাববিস্তারকারী যাত্রা তুলে ধরবে। এটি একজন সংগীতপ্রতিভার জীবনের অন্তরঙ্গ দিক ও স্থায়ী প্রভাবের ছবি।'

চলচ্চিত্রটির শুটিং শেষ হয় ২০২৪ সালের মে মাসে। তবে পরবর্তীতে কিছু পুনরায় ধারণ করা হয় এবং ছবিটির প্রাথমিক কাট দীর্ঘ হওয়ায় মুক্তির তারিখ পেছানো হয়। শুরুতে এটি দুই পর্বে মুক্তির সম্ভাবনাও ছিল। ছবিটির বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন ডলার।

'মাইকেল' ছবিতে আরও অভিনয় করছেন কোলম্যান ডোমিংগো (পিতা জো জ্যাকসন), নিয়া লং (মাতা ক্যাথরিন জ্যাকসন), মাইলস টেলার (আইনজীবী ও উপদেষ্টা জন ব্রাঙ্কা), লারেনজ টেট (মোটাউন রেকর্ডসের প্রতিষ্ঠাতা বেরি গর্ডি), লরা হ্যারিয়ার (সংগীত নির্বাহী সুজান দে পাস), ক্যাট গ্রাহাম (ডায়ানা রস), জেসিকা সুলা (বড় বোন লা টোয়া জ্যাকসন), লিভ সাইমোন (গ্ল্যাডিস নাইট), কেভিন শিনিক (ডিক ক্লার্ক), কেইলিন ডারেল জোনস (বিশ্বস্ত নিরাপত্তাকর্মী বিল ব্রে) এবং কেনড্রিক স্যাম্পসন (সংগীত পরিচালক কুইন্সি জোনস)।

নিজ বাড়িতেই হেনস্তার শিকার, ভিডিও বার্তায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন তনুশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একসময়ের বলিউড কাঁপানো অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত আবারও আলোচনায় এসেছেন; তবে এবার কোনো সিনেমার কারণে নয়, বরং নিজের বাড়িতে ভয়াবহ হেনস্তার শিকার হয়ে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানান তিনি। ভিডিওতে তাকে ভক্তদের উদ্দেশে সাহায্যের আবেদন জানাতেও দেখা গেছে।

'আশিক বানায়া আপনে' ও 'গুড বয় ব্যাড বয়'-এর মতো ছবিতে ইমরান হাশমির বিপরীতে অভিনয় করে তুমুল জনপ্রিয়তা পাওয়া এই অভিনেত্রী ২০১৮ সালে অভিনেতা নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনে আলোচনায় আসেন। এবার নিজ বাসাতেই নিগ্রহের শিকার হয়ে তিনি চরম বিপর্যস্ত।

ভিডিও বার্তায় তনুশ্রী বলেন, 'নিজের বাড়িতেই আমি নির্যাতিত। আমি প্রতিনিয়ত হেনস্তার শিকার হচ্ছি। হতাশায় ভুগছি। বাধ্য হয়েই পুলিশে ফোন করেছি। আমায় থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছে। সত্যি বলতে আমার শরীরও একদম ভালো নেই।'

তিনি আরও জানান, 'গত চার-পাঁচ বছর ধরে আমার উপর এই ধরনের অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আমি কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারছি না। গোটা বাড়ি তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়ির কাজের জন্য কাউকে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। সমস্ত কাজ আমাকেই করতে হয়।'

শুধু বাড়ির ভেতরে নয়, বাড়ির বাইরেও বিভিন্ন লোকজন এসে তাকে কটু মন্তব্য করে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তনুশ্রী। সব মিলিয়ে ভীষণ হতাশা আর নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি।

তবে তার ওপর এই হেনস্তা চালানোর সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে কিছু জানাননি অভিনেত্রী। বর্তমানে ভক্তরা সামাজিক মাধ্যমে তার পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন এবং মানসিকভাবে শক্ত থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।

রেসলিং কিংবদন্তি হাল্ক হোগান আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কিংবদন্তি রেসলার হাল্ক হোগান ৭১ বছর বয়সে মারা গেছেন বলে জানিয়েছে ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেইনমেন্ট (ডব্লিউডব্লিউই)। হোগানের আসল নাম টেরি বোলিয়া।

হোগানের ম্যানেজার ক্রিস ভোলো এনবিসি লস অ্যাঞ্জেলেসকে জানিয়েছেন, রেসলার ফ্লোরিডার ক্লিয়ারওয়াটারে নিজ বাড়িতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তিনি পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত ছিলেন।

হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন—এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কয়েক সপ্তাহ ধরেই হোগানের স্বাস্থ্য নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছিল। গত সপ্তাহেই হোগানের স্ত্রী স্কাই স্বামীর কোমায় থাকার গুজব অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একাধিক অস্ত্রোপচারের পর রেসলারের হৃৎপিণ্ড 'সবল' আছে।

হোগান আশির ও নব্বইয়ের দশকের সবচেয়ে খ্যাতিমান পেশাদার রেসলার ছিলেন। পরে বিনোদনের অন্যান্য মাধ্যমেও খ্যাতি অর্জন করেন।

হোগানের অভিষেক হয় ১৯৭৭ সালে। এরপর ধীরে ধীরে তিনি এই শিল্পের পুরোধা ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি প্রফেশনাল রেসলিংকে বিলিয়ন ডলার মূল্যের পরিবারবান্ধব বিনোদনে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেন।

লাল-হলুদ পোশাক 'রিয়েল আমেরিকান' শিরোনামের প্রবেশ সংগীত ও 'হাল্কামানিয়াক' নামে পরিচিত বিশাল ভক্তবাহিনীর জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছানোর পরও তিনি রেসলিং চালিয়ে গেছেন।

বর্ণবাদী মন্তব্যের জন্য ডব্লিউডব্লিউই হল অভ ফেম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ২০১৮ সালে তিনি ফের সেখানে ঠাঁই পান।

আশির দশকে ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা ও ২৯৫ পাউন্ড ওজনের এই রেসলার ছিলেন ভিন্স ম্যাকম্যাহন জুনিয়রের কোম্পানির প্রধান মুখ, যা তখন ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশন নামে পরিচিত ছিল। হোগানের প্রভাব চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ভিডিও গেম, মার্চেন্ডাইজ এমনকি একটি পাস্তা রেস্তোরাঁর চেইনসহ পপ সংস্কৃতির প্রতিটি কোনায় পৌঁছেছিল।

১৯৮২ সালের বক্সিং চলচ্চিত্র 'রকি থ্রি'-তে থান্ডারলিপস নামক অতিমানবীয় রেসলারের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। এর দুই বছর বাদে হাল্ক হোগান চরিত্রটি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছায়।

১৯৮৫ সালের প্রথম রেসলম্যানিয়ার মূল আকর্ষণ ছিলেন তিনি। বছরের পর বছর ধরে তিনি ছিলেন এই আয়োজনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আন্দ্রে দ্য জায়ান্ট, র‍্যান্ডি স্যাভেজ থেকে শুরু করে দ্য রক, এমনকি কোম্পানির চেয়ারম্যান ভিন্স ম্যাকমোহনের মতো তারকাদেরও তিনি মোকাবিলা করেছেন।

হোগান অন্তত ছয়বার ডব্লিউডব্লিউই চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন; ২০০৫ সালে ডব্লিউডব্লিউই হল অভ ফেমে জায়গা পান।

২০১৬ সালে ফ্লোরিডার একদল জুরি গকার মিডিয়ার বিরুদ্ধে করা সেক্স টেপ মামলায় হোগানকে ১১৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার রায় দেয়। এরপর শাস্তিমূলক ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরও ২৫ মিলিয়ন ডলার যোগ করে।

ডব্লিউডব্লিউই এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে হোগানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। পোস্টে বলা হয়, 'পপ সংস্কৃতির অন্যতম পরিচিত মুখ হোগান ১৯৮০-র দশকে ডব্লিউডব্লিউইকে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি অর্জনে সহায়তা করেন। ডব্লিউডব্লিউই হোগানের পরিবার, বন্ধু ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।'

বার্সেলোনাই এখন রাশফোর্ডের 'নিজের ঘর'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এক সময় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডই ছিল মার্কাস রাশফোর্ডের সবকিছু। শৈশব থেকে গড়া সম্পর্ক, ৭ বছর বয়সে ক্লাবটির একাডেমিতে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে মূল দলে উঠে আসা, সবই যেন ছিল স্বপ্নের মতো। কিন্তু সময় বদলেছে। বদলেছে ঠিকানাও। এবার নতুন পথচলা শুরু করলেন বার্সেলোনায়, যেখানে রাশফোর্ড নিজেই বলছেন, 'এখন মনে হচ্ছে, এটাই আমার ঘর।'

দীর্ঘদিনের গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। ধারে এক মৌসুমের জন্য বার্সায় খেলবেন তিনি। তবে চুক্তিতে স্থায়ীভাবে কেনার সুযোগ রেখেছে কাতালান ক্লাবটি। পারফরম্যান্স সন্তোষজনক হলে বার্সা আগামী গ্রীষ্মে ৩৫ মিলিয়ন ইউরোতে রাশফোর্ডকে স্থায়ীভাবে দলে ভেড়াতে পারবে।

রাশফোর্ড ১৯৮৬ সালের পর গ্যারি লিনেকারের পর প্রথম ইংলিশ খেলোয়াড় হিসেবে বার্সেলোনায় নাম লিখিয়েছেন। বার্সার দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, '২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মার্কাস রাশফোর্ডকে ধারে দলে নিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছেছে ক্লাবটি।'

ইংল্যান্ডে সপ্তাহে ৩ লাখ ২৫ হাজার পাউন্ড বেতন পাওয়া রাশফোর্ডের মূল অংশের বেতন দেবে বার্সেলোনা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তার বেতনের প্রায় ৭৫ শতাংশ দেবে বার্সা, আর বাকি অংশ ছাড় দিয়েছেন রাশফোর্ড নিজেই।

বার্সার ইউটিউব চ্যানেলে দেয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে আবেগঘন মন্তব্য করেন রাশফোর্ড, 'এটা এমন এক ক্লাব যেখানে স্বপ্ন পূরণ হয়। কারণ তারা বড় ট্রফি জেতে। মনে হচ্ছে আমি ঘরেই আছি। জায়গাটা পরিবারের মতোই। খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য দারুণ একটি জায়গা। আমি বার্সার জার্সিতে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

বার্সেলোনায় ১৪ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন রাশফোর্ড। ইতিমধ্যে নতুন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

পরবর্তী এশিয়া কাপের ভেন্যু কোথায়?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দুপুর ২টায় শুরু হয়ে বিকেলেই শেষ হয় এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

প্রথমে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আপত্তির কারণে সভাটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেও শেষ পর্যন্ত সব ২৫ সদস্য দেশই অংশ নেয়। ভারত ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি যুক্ত হলেও আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসিসি সভাপতি মোহসিন রেজা নাকভি বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, এজিএম মিটিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমি বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্ব ও আতিথেয়তার প্রশংসা করছি।"

নাকভি আরও বলেন, "আমরা ক্রিকেটের উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে চাই। এসিসি রাজনীতিমুক্ত রাখার পক্ষেই আমরা সবাই একমত। এশিয়া কাপের দিন-তারিখ নির্ধারণে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনা চলছে। খুব শিগগিরই তা ঘোষণা করা হবে।"

এবারের এশিয়া কাপ আয়োজন করবে ভারত, তবে ভেন্যু ও সূচি এখনো চূড়ান্ত নয়। এসিসি প্রধান জানান, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়েও সিদ্ধান্ত আসছে শিগগিরই।

২০২৭ সালের এশিয়া কাপ নিয়েও আলোচনা হয়েছে সভায়। এ বিষয়ে নাকভি বলেন, "আমি এবং আমিনুল ভাই কিছু বিষয় একসাথে সমাধান করব। যত দ্রুত সম্ভব সিদ্ধান্ত জানানো হবে।"

বিসিবি সভাপতি বুলবুল বলেন, "এই সভা প্রমাণ করেছে— নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বড়। আমরা ক্রিকেটের স্বার্থেই কাজ করছি।"

ভার্চুয়াল হলেও সকল সদস্য দেশের

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR